আর হবে না

দেবদাস আচার্য

দিলীপদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৬৭ সালে । কৃষ্ণনগরের বাইরে । পলাশীপাড়ায় । তখন দিলীপদা পলাশীপাড়া লাগোয়া মুর্শিদাবাদ জেলার টুঙি নামে একটা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন । মাঝে মাঝে পলাশীপাড়ার মনুদা (মন্মথ চট্টোপাধ্যায়)-এর বাড়ি আড্ডা দিতে আসতেন । মনুদা-ও শিক্ষক ছিলেন । বিকেলে অফিস ছুটি হওয়ার পর আড্ডার টানে টানে আমিও মনুদার বাড়ি যেতাম । আমি তখন পলাশীপাড়া (তেহট্ট-২) বি ডি ও অফিসে চাকরি করি । মনুদার বাড়িতে এক ঝাঁক শিক্ষক, সবাই তরুণ, কেউ কেউ আমার সমবয়সী, আড্ডা দিতে আসতেন । আমিই ছিলাম অশিক্ষক । ঐখানেই দিলীপদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় । যদিও দিলীপদা আগেই কৃষ্ণনগর শহরে স্বনামে খ্যাত ছিলেন । বাম রাজনীতি করতেন । সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিচিত ছিলেন । বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলে কাছে ভিড়তে সাহস পেতাম না । আশ্চর্য এই যে আমরা উভয়েই কৃষ্ণনগরের মানুষ হয়েও পরিচিত হলাম ভিন দেশের ভিন পরিবেশে । মনুদার বাড়িতে আড্ডা নানা বিষয়েই হত । যাঁরা ঐ আড্ডায় আসতেন প্রত্যেকেই যেমন উচ্চশিক্ষিত তেমনই রসজ্ঞ মানুষ ছিলেন । মূলত সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে বেশি কথা হত । সে রাজনীতি ছিল বাম মার্গী । এবং নকশালপন্থী । তখনও সি পি আই এম এল পার্টি গঠিত হয়নি । কিন্তু এক তুমুল বৈপ্লবিক চেতনার ঢেউ গ্রাম বাংলার আনাচ-কানাচ অবধি পৌঁছে গেছে । তরুণ প্রজন্ম সে উত্তাপ উত্তেজনায় মশগুল হয়ে পড়া-ই স্বাভাবিক যুগধর্ম ছিল ।

দিলীপদার ভাই দেবপ্রিয় (অকাল প্রয়াত দেবপ্রিয় বাগচি) আমার বন্ধু ছিল । ছাত্র রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় ছিল দেবপ্রিয় । সুতরাং, একজন অরাজনৈতিক ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ছাত্র নেতা দেবপ্রিয় আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধুই ছিল । দিলীপদার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই দেবপ্রিয় আমার বন্ধু ছিল । দেবপ্রিয় ছিল এল সি কলেজের ছাত্র । তখন কৃষ্ণনগর শহরটা অনেক ছোট্টো, ঘরোয়া এবং আন্তরিক থাকায় সারা কৃষ্ণনগরের সমবয়সীদের মধ্যে কোনো-না-কোনো ভাবে বন্ধুত্ব ঘটেই যেত । কিন্তু দিলীপদা-কে সমীহ করতাম বলেই হয়ত, শেষ পর্যন্ত, দূর-দেশেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা তৈরী হল । এবং একবার ঘনিষ্ঠতা তৈরী হওয়ার পর বুঝলাম দিলীপদা কত

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আন্তরিক, কত আপন হতে পারেন। খুবই সহজ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। লুঙি এবং পাঞ্জাবী ছিল তাঁর সাধারণ পোষাক। ঐ পোষাকেই কৃষ্ণনগর শহরের পথে ঘাটে ওঁকে দেখা যেত। আমি সেদিনই বুঝলাম সমীহযোগ্য মানুষ মাত্রেই দূরাশ্রয়ী নন। তাঁকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায়, এমন কি ওঁর সঙ্গে সমান তালে আড্ডাও দেওয়া যায়। কোনো কোনো ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসাটা সৌভাগ্যজনক হয়। ঐ সংস্পর্শ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে সাহায্য করে। মনকে বড় জায়গা করে দিতে পারে। রুচির বিকাশ ঘটাতে পারে। দিলীপদা ছিলেন সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত মানুষ। শিরদাঁড়া কখনো বাঁকতো না। তাঁর পরিচিত সবাই একথা জানেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে কিছু কিছু আমি জানি, সব জানিনা। তিনি নকশালপন্থী রাজনীতিতে এই জেলা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণেও তিনি স্মরণীয়। কিন্তু আমার কাছে তিনি এছাড়াও আরো দুটি কারণে স্মরণীয় মানুষ। প্রথমত তিনি ছিলেন অসাধারণ সুকণ্ঠী গায়ক। নিজে গান রচনা করতেন, সুর দিতেন এবং গাইতেন। এসব গান ছিল বিপ্লবী চেতনার গান। কখনো কখনো সে গান হয়ে উঠত তির্যক। ব্যঙ্গাত্মক। আক্রমণ করত সামন্ততান্ত্রিক বা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধকে। কায়েমী স্বার্থকে। ভাষার সাহায্যে। ভাব-ভাবনার সাহায্যে। দ্বিতীয়ত দিলীপদা ছিলেন খুবই কৌতুকপ্রিয় মানুষ। নাগরিক ও রুচিশীল কৌতুক-প্রিয়তার অভাব ঘটে গেছে আজকাল। মনের স্বাস্থ্যের জন্যে রুচিশীল কৌতুক যে কত জরুরী তা এখন বুঝি। দিলীপদার মত মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের জীবনবোধের ভারসাম্যটাই যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

দিলীপদা ভালো ছড়া লিখতেন। ব্যঙ্গাত্মক ছড়া। তাঁর গান ও ছড়ার একটা সংকলন কেউ যদি প্রকাশ করেন তো ভালো হয়। দিলীপদাকে টিকিয়ে রাখা যায়।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।